খুলনা স্টলি সাইলোতে গম পাচার মুল আসামীর নাম বাদ দয়িে বাদরি মামলা, আটক-২

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 05 November 2026, 03:08 PM | বভিাগ: সারাদশে



খুলনার মহশে্বরপাশা খাদ্য গুদামরে অভ্যন্তরে অবস্থতি খাদ্য অধদিপ্তররে স্টলি সাইলো থকেে দুই ট্রাক সরকারি গম পাচাররে ঘটনায় মুল হোতাকে বাদ দয়িে মামলা দায়রে হয়ছে।ে

সাইলো সুপার অরূপ কুমার মশি্র বাদী হয়ে এইচ এম আল ইমরান ও মোঃ রাজবিকে এ মামলায় আসামি করে আদালতরে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়ছে।ে বুধবার (৪ নভম্বে্বর) দণ্ডবধিরি ৩৮০/৫১১ ধারায় মামলাটি দৌলতপুর থানায় মামলাটি রুজু হয়।

সাইলোর অভ্যান্তরে সরকারি খাদ্য শস্য (গম) জোর করে পাচাররে ঘটনায় সাইলোর কর্মকর্তাদরে দায়ীত্ব অবহলো এবং নরিাপত্তা কর্মীদরে ভূমকিা নয়িে প্রশ্ন উঠছে।ে

অবাক করা বষিয় হচ্ছে গম পাচাররে ঘটনায় প্রতক্ষ্যদর্শীদরে তথ্যমতে দৌলতপুর থানার পুলশি

মহশে্বরপাশা শ্রমকি ইউনয়িনরে সভাপতি মোঃ আরফি হোসনেকে আটক করনে। কন্িতু রহস্যজনক ভাবে সাইলো সুপার আরফি হোসনেরে নাম বাদ দয়িে মামলাটি দায়রে করছেনে।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, মহশে্বরপাশা স্টলি সাইলোতে ২ নভমে্বর রাত আনুমানকি সাড়ে ৮টার দকিে অজ্ঞাতনামা কয়কেজন ব্যক্তি দুটি ট্রাক নয়িে সাইলোর ভতেরে প্রবশে করে এলইউএ রজেস্টিার খাতায় কোনো তথ্য লপিবিদ্ধ না করইে ২ টি ট্রাকে গোডাউনে সংরক্ষতি বস্তাভর্তি লোড করে ত্রপিল দয়িে বধেঁে ফলেে তনি নম্বর ট্রাকে গম লোড করার সময় সাইলোর অপারটের প্রদীপ কুমার মণ্ডল তাঁদরে কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দখেতে চাইলে তাঁরা কোনো বধৈ কাগজপত্র দখোতে পারনেি প্রশ্ন হচ্ছে নরিাপত্তা বভিাগে সংরক্ষতি রজেস্ট্রিার খাতায় ট্রাক তনিটি নম্বর লপিবিদ্ধ না হয়ে দুইটি ট্রাকে আটশত বস্তা গম লোড ও তনি নম্বর ট্রাকে কছিু সংখ্যক বস্তা লোড করার পর্যাপ্ত সময় ওই পাচার করা চক্রটি পয়েছে। লোড করা স্থান এবং পাচাররে সাথে জড়তি কারা এদরে সসিি ফুটজে গায়বে করে দয়িছে। পরে পুলশি সংবাদ পয়েে ঘটনাস্থলে এসে বভিন্নি তথ্য উপাথ্য সংগ্রহ করে ট্রাক তনিটি জব্দ করনে।

এজাহারে সুত্রে জানাযায়, খবর পয়েে দৌলতপুর থানা পুলশি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে গম লোডরে চষ্টোয় থাকা ব্যক্তরিা ট্রাক ফলেে পালয়িে যায়। পুলশি পরস্থিতি নিয়িন্ত্রণে নয়িে সরকারি গম ভর্তি খুলনা মট্রো-ট-১১-১১০৯ এবং যশোর মট্রো-ট-১১-২০০ নম্বররে ট্রাক দুইটি পুলশিরে হফোজতে নয়ে। প্রতটিি ট্রাকে আনুমানকি ৪০০ বস্তা করে মোট ৮০০ বস্তা গম ছলি। গম পাচাররে চষ্টোর পর প্রতক্ষ্যদর্শী এক অস্থায়ী কর্মচারীর দয়ো তথ্য এবং সচল সসিি ফুটজে পর্যালোচনা করে মহশে্বরপাশা শ্রমকি ইউনয়িনরে সভাপতি মোঃ আরফি হোসনেকে গভরি রাতে তার বাসভবন থকেে আটক করে। ৩ নভমে্বর বকিলেে মহশে্বরপাশায় খুলনা স্টলি সাইলো পররি্দশনে আসনে খাদ্য অধদিপ্তররে পরচিালক (চলাচলা সাইলো) মোঃ আঃ সালাম। এ সময় খুলনা খাদ্য বভিাগরে ও প্রশাসনরে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদরে সাথে দীর্ঘ সময় বঠৈক করনে তারা। বঠৈক শষেে সাংবাদকিদরে মুখোমুখি হলে খাদ্যা অধদিপ্তররে পরচিালক মোঃ আঃ সালাম, খুলনা আঞ্চলকি খাদ্য কর্মকর্তা আবু নঈম মোহাম্মদ সফউিল আলম তড়ঘিড়ি করে সভাস্থল ত্যাগ করনে। পুলশি সখোন থকেে ইলকেট্রকি টকেনশিয়িান ও ঘটনার পরকিল্পনাকারী এইচ এম আল ইমরান এবং শ্রমকি ইউনয়িনরে সভাপতি আরফি হোসনেরে ছোট ভাই মোঃ রাজবিকে আটক করে।

এদকিে বুধবার (৪ নভমে্বর) মহশে্বরপাশা স্টলি সাইলো ও খাদ্য গুদাম (সএিসডি) অভ্যন্তরে শ্রমকিদরে প্রবশে করতে দখো যায়নি বন্ধ রয়ছেে খাদ্যশস্যরে লোড-আনলোড কার্যক্রম। ফলে গুদামরে স্বাভাবকি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

দৌলতপুর থানার অফসিার ইনচার্জ (ওসি) মো. মোরাদুল ইসলাম জানান, মহশে্বরপাশা মানকিতলা স্টলি সাইলো থকেে দুই ট্রাক গম পাচাররে চষ্টোর ঘটনায় খাদ্য অধদিপ্তররে স্থানীয় কর্তৃপক্ষরে পক্ষে সাইলো সুপার বাদী হয়ে মামলা করছেনে। সাইলোতে সসিি ক্যামরো থাকা সত্ত্বওে অজ্ঞাত নামা আসামি করে মামলার বষিয়টি রহস্য জনক মনে করনে সংশ্লষ্টি মহল। ফুটজে দখেে কারা এ গম পাচার

করার চষ্টো করছে তাদরে সনাক্ত করে নাম দয়ো সম্ভব ছলি। এবষিয়ে সাইলো সুপার সদুত্তর দতিে পারনে না। কর্মকর্তাদরে সংবাদে দৌলতপুর থানার ওসি মোঃ মোরাদুল ইসলাম ঘটনা স্থলে সসিি ফুটজে, বভিন্নি তথ্যর মাধ্যমে নশ্চিতি হয়ে শ্রমকি ইনয়িনরে সভাপতি মোঃ আরফি হোসনেকে আটক করনে। এতে শ্রমকিরা ক্ষপ্তি হয়ে সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালয়িে অবরোধ ও বক্ষিোভ করনে। এক পর্যায়ে ইমরান ও রাজবিকে আটক করে নয়িে আসার সময় শ্রমকিরা পুলশিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সাইলোর প্রধান ফটকরে সামনে শ্রমকিরা জড়ো হয়ে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার ও মারমুখি আচারন করে প্রায় সাড়ে তনিঘন্টা পুলশিকে অবরুদ্ধ করে সাইলোর গটে থকেে বরে হতে বাঁধাদনে। পরে অতরিক্তি পুলশি এসে অবরুদ্ধদরে উদ্ধার করে থানায় নয়িে যায়। এত ঘটনার পরে ইউনয়িনরে সভাপতরি নাম মামলায় রহস্যজনক ভাবে বাদ দয়িছেে বাদি অরুপ কুমার মশি্র। নাম প্রকাশ না করার সর্তে সাইলোর এক কর্মকর্তা জানান, আরফি ও ইমরানরে কর্মকান্ডে তারা অতষ্ঠি। সাইলোর মালামাল চুরি, গাছ কটেে নওেয়া, গাছরে ফাঙ্গাস বক্রি করা, প্রতনিয়িত ক্ষমতার অপব্যবহার করনে তারা। গম পাচাররে সময় আরফি ও তার ভাইয়রে ভুমকিা তদন্তন করলে তাদরে সংশ্লষ্ঠিতা পাওয়া যাবে, কন্তিু মামলা থকেে আরফিরে নাম বাদ দওেয়ায় কর্মকর্তরা সফে থালওে শ্রমকিদরে কাছে ওসি সহ পুলশিকে বতির্কতি করা হয়ছে।ে নানা ভাবে বাজে মন্তব্য করা হচ্ছে দৌলতপুর থানার পুলশিকে নয়িে। তনিি অভযিোগ করে আরো বলনে শ্রমকি নতোদরে সাথে কর্মকর্তার গোপন আতাঁত হয়ছেে আর বলরি পাঠা হয়ছেে দৌলতপুর থানার ওসি।

অপরদকিে এ মামলায় আটক মোঃ ইমরান হোসনে ও মোহাম্মদ রাজবিকে আসামি করে আদালতরে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়ছে।ে ঘটনার তদন্ত চলমান রয়ছে।ে তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গলেে জড়তি অন্যদরে গ্রপ্তোরে পুলশি তৎপর রয়ছে।ে এ ঘটনায় জড়তি কাউকে ছাড় দওেয়া হবে না।পূর্বরে মামলার প্রসঙ্গ

এদকিে অনুসন্ধানে জানা গছে,ে আটক এইচএম আল ইমরান নামে এক ব্যক্তরি বরিুদ্ধে এর আগে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মালামাল চুরির অভযিোগে একটি সআির মামলা দায়রেরে তথ্য রয়ছে।ে মামলাটি ২১ এপ্রলি ২০২৬ তারখিে বজি্ঞ মট্রোপলটিন ম্যাজস্ট্রটে আমলি আদালতে দাখলি করা হয়। দৌলতপুর থানা,মামলা নম্বর-১০১। দণ্ডবধিরি ৩৮১/৪০৬/৪২০/৪৬৮/৪৭১/৫০৬/১০৯ ধারায় দায়রে করা ওই মামলাটি বর্তমানে খুলনা পবিআিই তদন্ত করছে বলে জানা গছে।ে

তবে পূর্বরে মামলার অভযিোগ এবং স্টলি সাইলোতে গম পাচাররে চষ্টোর ঘটনায় দায়রে করা বর্তমান মামলার মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়ছে কেি না, তা তদন্তসাপক্ষে বষিয়। তবে শ্রমকিরা কর্মকর্তাদরে নানা বষিয়ে নয়িরে অনয়িে জড়তি থাকার অভযিোগ করছে।ে

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।

এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।